দৈনিক খবর

তারিখ 15 SEP 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

16

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে বন্দুক যুদ্ধ ঃ অগ্নিসংযোগ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ১৪ই সেপ্টেম্বর।– চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ আজ সোমবার অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল রাতে কলেজ ছাত্রাবাসে দু'দল ছাত্রের মধ্যে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ, বোমাবাজি, ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপের ঘটনার পর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এ ব্যবস্থা নিয়েছে। ঘটনায় পুলিশের একজন কনেস্টবলসহ কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছে।

কলেজ ছাত্রাবাসে তল্লাশী চালিয়ে পুলিশ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারকরেছে।

উক্ত সংঘর্ষ ঘটেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও ইসলামী ছাত্র শিবির–এর মধ্যে। সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে ছাত্রলীগ নেতা, কলেজ ছাত্র সংসদের প্রো–ভিপি নূর হোসেন শাহীন, এজিএস রবিউল করিম, আন্তঃক্রীড়া ও মিলনায়তন সম্পাদক শাহরিয়ার মোরশেদ সানি এবং ছাত্রলীগ নেতা আবদুল্লাহ আল আজাদও রয়েছেন। প্রো–ভিপি শাহীনের অবস্থা সংকটাপন্ন।

জানা গেছে, গতকাল রাতে দু'সংগঠনের কয়েকজন কর্মীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রাত ১২টার পর তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। অল্প সময়ের মধ্যে এটা মারাত্মক আকার ধারণ করে। সমগ্র ছাত্রবাসে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন কক্ষে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ২৯টি কক্ষের জিনিসপত্রে আগুন দেয়া হয়। ছাত্রদের বই–খাতা, বিছানাপত্র সবকিছু ভস্মীভূত হয়েছে। ৩টি মোটর সাইকেলও পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ২০টি কক্ষের কিছুই অবশিষ্ট নেই। আগুনের সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৪টি গাড়ী গিয়ে পৌছে। তাদেরকে আগুন নির্বাপণ করতে দেয়া হয়নি।

২ এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম মেডিকেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গোলাগুলী এবং ককটেল ফাটানোর শব্দে আশে–পাশের এলাকা কেঁপে উঠে। কতিপয় সশস্ত্র বহিরাগতও সেখানে গিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। গোলাগুলীর শব্দ শুনে টহল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে। কিন্তু তারা ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি। পরে আরও বিপুলসংখ্যক পুলিশ সেখানে গিয়ে চারদিক থেকে ছাত্রাবাস ঘেরাও করে এবং কলাপসিবল গেট ভেঙ্গে ছাত্রাবাসে প্রবেশ করে। এর আগে ছাত্ররা পুলিশকে ককটেল ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে হাফিজ নামে একজন কনেস্টবল আহত হন।

পুলিশ এ সময় ৩ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্রাবাসে ঢুকেই পুলিশ তল্লাশী শুরু করে। তারা ৪টি এলজি, ৫টি পাইপগান, ১টি খেলনা পিস্তল, ৬ রাউন্ড ৩০৩ রাইফেলের গুলী, বন্দুকের ৫টি কার্তুজ, ৩৬টি খালি খোসা, ১২টি বিদেশী বোমা, ২টি রকেট সেল এবং লোহার রড, হকিস্টিক, তলোয়ার, লাঠি ইত্যাদি উদ্ধার করে।

রাতে সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে ১৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে ৮ জনকে পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কলেজের ক্লাসসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করেছে। ছাত্রাবাসও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।